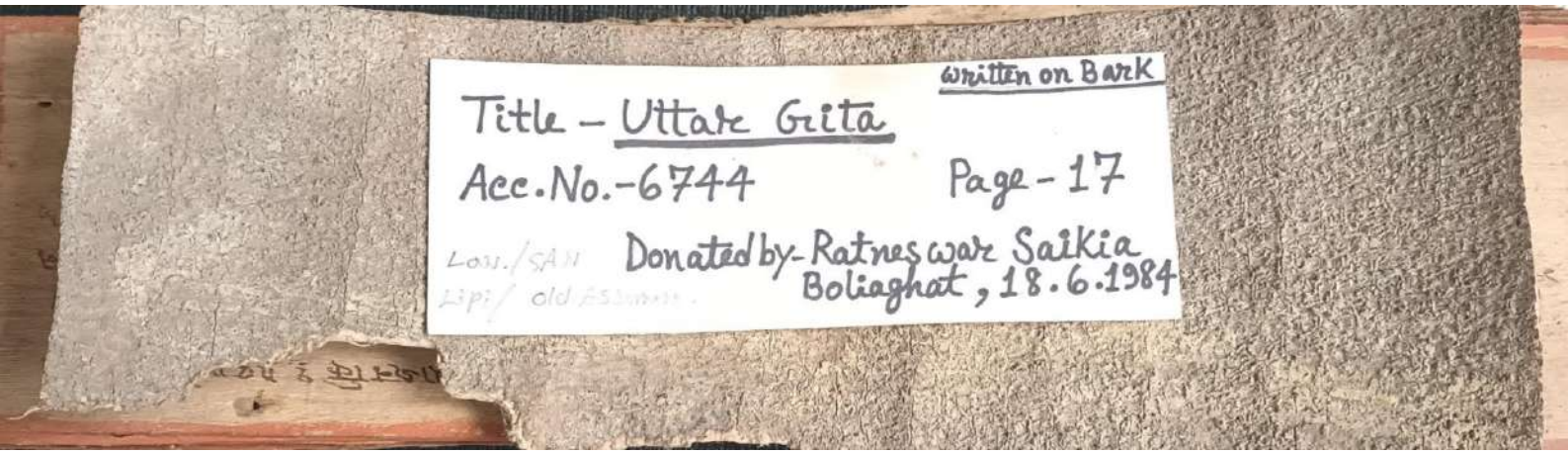
written on Bark
Title – Uttar Gita
Acc.No.-6744
Page - 17
Lan./SAN
Donated by- Ratneswar Saikia
Boliaghat, 18.6.1984

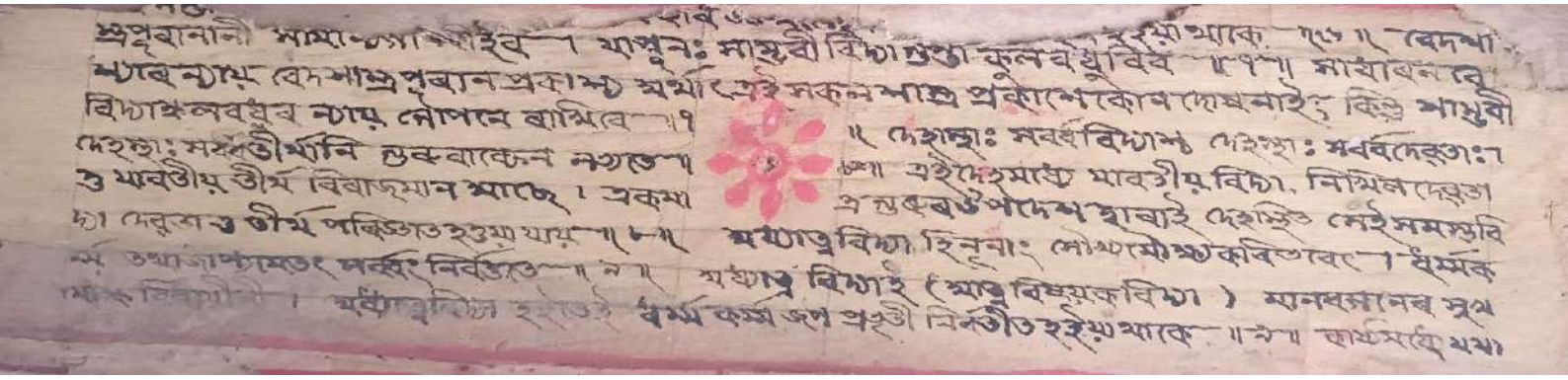

কহিলেন, অব্যক্ত হইতেই সৃষ্টি হয়, অব্যক্ত হইতেই বিনাশ হইয়া থাকে। সৃষ্টিসংহারবিহীন ব্রহ্মজ্ঞা
নই অব্যক্ত ॥ ৩ ॥ ঔকোবাদফলাৎ সর্ব্বাশ্রেতা বিদ্যা চতুর্দ্দশ। মন্ত্রযজ্ঞাতপোদানং কর্ম্মা
কর্ম্ম তথৈবচ ॥ ৪ ॥ কিচতুর্দ্দশঃ বিদ্যা, কিমন্ত্র, কিপূজা, কিতপ, কিদান, কিকর্ম্ম, কিঅকর্ম্ম, সহ
নইপ্রনব হইত সমুদ্ভব হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ঋক্ [illegible] ঃ বেদ চত্বারি মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মসা
স্ত্রপুরানাদি এতা বিদ্যা চতুর্দ্দশ ॥ ৬ ॥ চারি [illegible] বেদ ঋগ্বেদাঃ মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও পু
রাণ, ইহারাই নামচতুর্দ্দশ বিদ্যা ॥ ৭ ॥ অবদ্বিজ্ঞাতবে সর্ব্বা যাবদ্জ্ঞানং ন জায়তে। ব্রহ্মজ্ঞানঃ
[illegible] জ্ঞাত্বা সর্ব্ববিদ্যা ভিজ্ঞাতবে ॥ ৮ ॥ [illegible] ইহ। তাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানন্তা

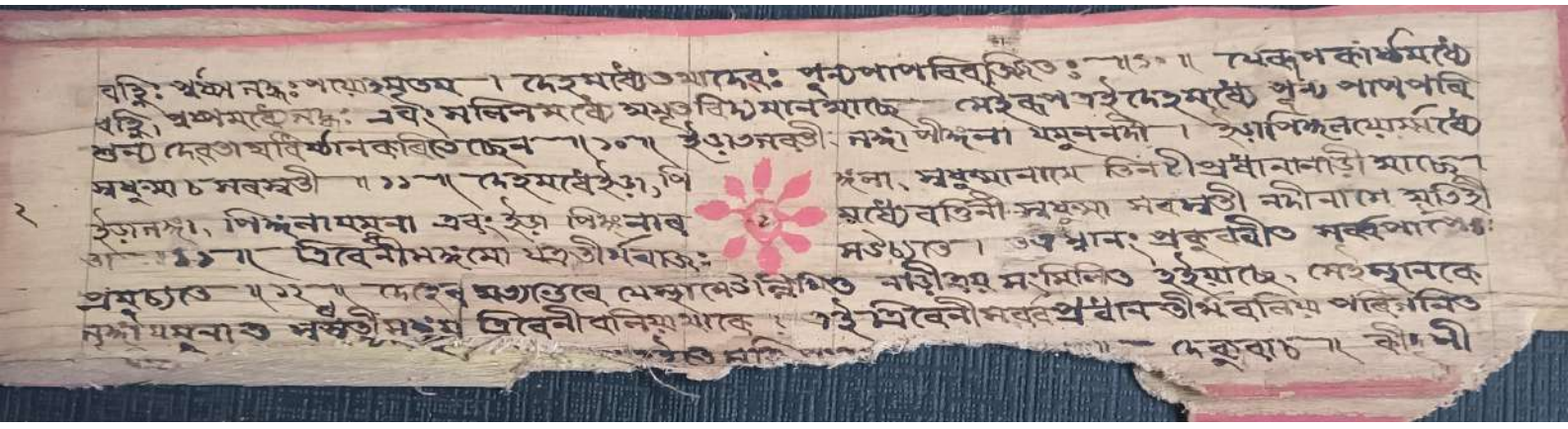

উমা পৃচ্ছতি হেদেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষনম্। পঞ্চত্তকম্ দেবঘ্নাঃ কেপঞ্চবিংশতি ॥১৯॥
উমা জিজ্ঞাসাকরিলেন, হেদেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষন কীর্ত্তন করুন। পঞ্চত্তকীদৃশ এবং পঞ্চবিংশতি
শুনইবা কিরূপ; তাহাশুনিতেইচ্ছাকরি ॥১৯॥ অস্থি মাংসংনখাশ্চৈব ত্বন্মোমানিচ পঞ্চমম্। পৃথি
পঞ্চেন্দ্রিয়াঃ প্রোক্তাব্রহ্মজ্ঞানেনগম্যতে ॥২০॥ ঈশ্বরকহিলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যো
কাশ ইত্যাদিকেই পঞ্চত্তকহে। অস্থি, মাংস, ন ম, ত্বক, রোম ক্ষিতির এই পাচটী লক্ষন জানিবে।
॥২০॥ শুক্রশোনিতমজ্জা চমলমূত্রঞ্চ পঞ্চমম্ অপাঃ পঞ্চঘ্নাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেনগম্যতে ॥২১॥
শুক্র, শোনিত, মজ্জা, মল এবং মূত্র এই কয়েকটী জলেরলক্ষন বলিয়া অভিহিত ॥২১॥ নিদ্রা ক্ষুধাতৃষ্ণা চৈব
ক্লান্তিরানল: পঞ্চমম্। তেজঃ পঞ্চঘ্নাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেনগম্যতে ॥২২॥ নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য
এই কয়েকটী তেজেরলক্ষন বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হয় ॥২২॥ ধাবনং চালনং ক্ষেপ: সঙ্কোচ: প্রসরস্তথা।

হইতেই সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়া থাকে, যাবতীয় ইহাতেই বিলিন হয়। যেমন পঞ্চতত্ত্বের পর, লিঙ্গই তত্ত্বের অতীত, নিরঞ্জন জানিবে ॥২৫॥ শ্রবণং বসনং ত্বিবধ্রানং চক্ষুস্ত্বং ভবনম। পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মনঃ মা
ন মিন্দ্রিয়ম ॥২৬॥ স্পর্শ রসাস্বাদন, ঘ্রাণ, দর্শন ও শ্রবনন এই পাঁচটীকেই ইন্দ্রিয়ের পঞ্চতত্ত্বকহে।
ন যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের কারন ব্রহ্মাণ্ড ॥২৮॥ ব্রহ্মাণ্ড
ব্যাপ্ত বিনশ্যতি নিরাকারো ননশ্যতি ॥২৯॥ দ
সাকারের বিনাশ হয়, কিন্তু নিরাকার অবিনশ্বর
ওবে। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সাকারান্তু পরিত্যজেৎ ॥৩০॥ যেহেতু মন নিরাকার সদৃশ হইয়া থাকে
সতাবাং যত্নত্ব সাকার বিসর্জন করিবে ॥৩০॥ দেবুবাচ ॥ আদিনাথমমি ক্রহি, সর্বজ্ঞাঃ কথং
ওবে। আত্মাচৈতন্যরূপা চ পরমাত্মাকথং ওবে ॥৩১॥ পার্বতী নিরাসাকারেন, হে আদিনাথ!

বায়োঃ পঞ্চগুনাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেনভাষিতে ॥২৩॥ ধাবন, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচন ও প্রসারন, এই
কর্ম্মেন্দ্রীয়াণ্যুচ্যতে বায়ুর গুন বলিয়া পরিগনিত ॥২৩॥ কাম, ক্রোধ, তথা মোহ, লজ্জা, ভয়শ্চ পঞ্চমম। ৩ঃ পঞ্চ
গুনাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেনভাষিতে ॥২৪॥ কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও ভয় এই কয়েকটী গুনের গুনবলি
য় কীর্ত্তিত আছে ॥২৪॥ আকাশস্যগুনঃ শব্দঃ বায়ু
স্তস্যাদ্বৈ পঞ্চতন্মাত্রঃ ॥২৫॥ বায়ু আকাশ হইতে,
হইল সমুৎপন্ন ॥২৫॥ মহী বিনির্ম্মিতে তাসে তা
বিনির্ম্মিতে তুমে ॥২৬॥ জলে ক্ষিতি; বহ্নি তে জল, বায়ুতে বহ্নি, এবং আকাশে বায়ুময় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৬॥
পঞ্চত্বাদ্ভবেৎ সৃষ্টিস্তস্মাৎ তত্ত্বঃ বিনির্ম্মিতঃ। পঞ্চতত্ত্বাদ্ভবেৎ সৃষ্টিস্তস্মাৎ তত্ত্বঃ বিনির্ম্মিতঃ ॥২৭॥ পঞ্চত্ব

বর্ষাযোরুৎ পঞ্চতত্ত্বঃ ॥ বহ্নেরুৎ পঞ্চতত্ত্বঃ
বহ্নী বায়ু হইতে, জল বহ্নি হইতে, এবং পৃথিবী জল
য়ং বিনির্ম্মিতবহ্নো। বহ্নির্বিনির্ম্মিতবায়ো বায়ু
ময় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৭॥ পঞ্চত্ব পঞ্চতত্ত্বং পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম ॥২৮॥ পঞ্চত্ব

ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং কিরূপেই বা কৈবল্যময় হইয়া থাকে, তাহার নির্ণয় বা বিকল্প; হে মহেশ্বর এই সমস্ত
আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৩৪ ॥ শব্দ কহিলেন ! প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে প্রাণঃ । মনসোৎপ
দ্যতে বাঙ্মনোবাচি বিলীয়তে ॥ ৩৫ ॥ শব্দ কহিলেন ! প্রাণ শব্দ হইতে জন্মে, মনপ্রাণই
এবং বাক্য মন হইতে উৎপন্ন হয়, আর মন বাক্যদ্বারাই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥
কর্ত্তব্য বাচ ॥ কস্মিন স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ কস্মি ন্ স্থানে বসেচ্চন্দ্রমা । কস্মিন্ স্থানে বসেদ্
বায়ুঃ কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৭ ॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য্য কোন স্থানে এব
স্থিতি করেন, ? চন্দ্র ই বা কোথায় থাকেন এবং বায়ু ও মনই বা কোন্ স্থানে বসতি করেন ॥ ৩৭ ॥
ঈশ্বর উবাচ ॥ তাল্বগ্রে স্থিত চন্দ্রো নাভিস্থানে দিবাকরঃ । সূর্য্যাস্ত্রে বসতে বায়ু শ্চন্দ্রাস্ত্রে বসতে
মনঃ ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বর কহিলেন; চন্দ্র তালুস্থানে এবং দিবাকর নাভিস্থানে বসতি করেন, বায়ু সূর্য্যের

সপ্তধাতু কীদৃশ তবং আত্মা মনআত্মা ও পবনআত্মাই বাকি, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥৩১॥ ঈশ্বরউবাচ ॥ শুক্রো
নিত্যমজ্জা চ মেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমম্ । অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতা ॥৩২॥ ঈশ্বর কহিলে
ন, শুক্র, শোনিত, মজ্জা, মেদ, মাংস অস্থি, ও চর্ম্ম ইহাকেই সপ্তধাতু কহে; এই সপ্তবিধ ধাতু দেহমধ্যে সর্ব্বত্র
ও বহির্ভাগে ॥৩২॥ শরীরস্থৈবমাত্মানমন্তরা ত্মানমেবং । পবনাত্মাতবেচ্ছব্দঃ মনোযথ
বিলিয়তে ॥৩৩॥ দেহকে আত্মাবলা যায় এবং মনকে মনআত্মা ও শূন্যময়কে পবনাত্মাকহে;
ঐ শূন্যময় পবনআত্মাতেই মন বিলিন হইয়াথাকে ॥ ৩৩॥ রক্তধাতুস্তবেন্মাতা শুক্রধাতুস্তবেৎপিতা
শূন্যধাতুস্তবেৎপ্রাণো গর্ভশিশুপ্রজায়তে ॥৩৪॥ রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা, এবং শূন্যধাতু প্রানস্বরূপ
ইহাদিগের সংযোগেই গর্ভশিশুর উৎপত্তি হয় ॥৩৪॥ দেব্যুবাচ ॥ কথমূর্দ্ধং প্রজাতে বাচাকথং বাচা বিলিয়
তে । বাকথং নিধনং যাতি কথং জ্ঞানমুদাহৃতং ॥৩৫॥ পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিপ্রকারে বাক্যে

কানশ্বাবাই জবাষ ইৎপতিস্য ॥ ৪২ ॥ কদু বাচ ॥ আশাব: কউক্রত কোহিমো ওজ্জত পিবতেক্য
ম । জান্তওস্বপ্নসুপ্তো চবায়ুশ্চ খলি বুদ্ধাত ॥ ৪৩ ॥ ঐশ্বরকহিলেন, প্রান আশাব শ্বলিনাস কবে
ইতাসন ভাজন কবে শবং বায়ুই জান্তওাদি বিবিধ অবস্থাতপ্রবুদ্ধ থাকে ॥ ৪৩ ॥ কোবা কবোতি কর্ম্মানি
কোবানিপেত পাতকৈঃ । কোবাকবোতিপাপা
নী কোবাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥ দেবী জিজ্ঞা
সাকবিলেন, কেকর্ম্মানুষ্ঠান কবে ? কেপা
তকে নিষ্কৃয় ? কেপাপেব অনুষ্ঠান কবে শক
কেইবাপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥
শীব উবাচ ॥ মনঃ কবোতিপাপানি মনানিপ্যত
পাতকৈঃ । মনশ্চ উন্মানাদ্ভুবা নশ্যনেন পাতকৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ঐশ্বরকহিলেন, মনপাপেব পবিলিপ্ত হয়
যাব মনই উন্মনা হইয়া অন্য পাপে পবিলিপ্ত নাহইয়া স্থিনাত কবে ॥ ৪৫ ॥ দেবুবাচ ॥ জীবঃ কেনপ্রকা
বে শিবোভবতি কস্য চ । কার্য্যং কিকারনং কৃতি কথং কিঞ্চ প্রসাদনম ॥ ৪৬ ॥ দেবী জিজ্ঞাসা কবিলেন;

বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৫৩ ॥ বেদাকবেদবচনো নিরুক্তশ্চ বেদস্বরূপ । ব্রহ্মস্থানে নিরুক্তশব্দেই ব্রাহ্ম
ণত্ববেদপারদর্শী বলায়াম্ ॥ ৫৪ ॥ মথিত্বা চতুরো বেদান সর্বশাস্ত্রাণি চৈবহি । মাবল্লোযোগীভিঃ
পীতং তদ্রঃ শিবস্তিপণ্ডিতঃ ॥ ৫৫ ॥ চতুর্বেদশ্চতুর্থাক্ষীয়শাস্ত্র মন্থনমথবাবৎ যোগীজনৈরাবর্তনং
পানকরিয়াজনৈঃ । তৎপরৈপণ্ডিতজনৈ শ্রম্য ॥ ৫৬ ॥ উচ্ছিষ্টং
সর্ববিশাস্ত্রানি সর্ববিদ্যামধ্যেমধ্যে ॥ ৫৭ ॥ উচ্ছিষ্টং ব্রহ্মজ্ঞানমকণ্ডং ভেদনাময়ং
॥ ৫৮ ॥ নিখিলশাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং যখিলবিদ্যাই মধ্যেমধ্যে যথাস্থিতিকবিতেছে ; কিন্তু যি
নিত্যজ্ঞান অখণ্ড চৈতন্যময় সেই ব্রহ্মের জ্ঞান কোনকালেও উচ্ছিষ্টনহে ॥ ৫৯ ॥ নত্বপক্ষপ
ত্যাং ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং ॥ ৬০ ॥ উক্তেতাং বেদমন্তু নারদো নতু মানুষঃ ॥ ৬১ ॥ তপকেতপব

দেব ! কিরূপে জীব শীঘ্র মুক্ত ? আর কোন কার্য্যের কারণ পর; কিরূপে প্রমাদ হয়, তাহা কীর্ত্তন
করুন ॥৪৬॥ শীঘ্রত্বাচ ॥ বলিবন্ধো গবজ্জীবো ধান্যমুক্তঃ সদা শীঘ্রঃ । কার্য্যং হিকারণং দৃষ্ট্বা পুন
র্বন্ধো বিধিষ্যতে ॥৪৭॥ ঈশ্বর কহিলেন, জীব ধান্যের ন্যায় হইয়া জীবরূপেই অবস্থিতি করে, সে এম দূরীভূত
ও হইলেই জীব শীঘ্র মুক্ত হয় । তুমিই কার্য্যের কারণ । কার্য্য কারণের জন্যই বিশিষ্ট জানি
বে ॥৪৭॥ মনোহনঃ শিবোহনঃ ভক্তিরূপ এমাত্মতঃ । ইহ তীর্থমিদং তীর্থং এমন্তিতামনাজনাঃ
॥৪৮॥ আত্মতীর্থং নজানন্তি কথং মোক্ষোব বানরে ॥৪৯॥ মনযকস্থানে, শীব একস্থানে
শক্তিএকস্থানে, শব; পবন অন্যস্থানে অবস্থিতি করে; তথাপি অজ্ঞানান্ধ জীব "এইতীর্থ এইতীর্থ" এইরূপ
ভ্রমেআবদ্ধ হইয়া পাদিএমনকরিতেছে । যখনজীব আত্মা তীর্থ অবিজ্ঞাত রহিয়াছে তখনকি
প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে ॥৪৮॥৪৯॥ নবেদঃ বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম । ব্রহ্মবিজ্ঞানতো যস্য ম

লেনা, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানই তপস্যাবলিয়া পরিকীর্ত্তিত যেমানবঐক্যবশ তিনি দেবতা সদৃশ ॥৫৩॥
ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহ ধ্যানং শূন্যতঃ মনঃ। তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং নশ্যংশয় ॥
৫৪॥ ধ্যানকে ধ্যানবলেনা; শূন্যতমনকেই ধ্যানবলায়। সেই ধ্যানেরদ্বারাই সুখও
মুক্তিলাভ হইয়াথাকে সন্দেহনাই ॥৫৪॥ নশ্য
স্ত্রী হয়ত প্রানং হোমকর্ম্মতদুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ যং হোমমিত্যাহঃ সমাধৌ তত্ত্বদর্শিত। ব্রহ্ম
হোমকেহোমবলেনা, ব্রহ্মরূপ হতাশনেতে প্রা
নশ্যতবযাহা তাহাকেইপ্রকৃতহোমবলায় ॥ ৫৫ ॥ পাপকর্ম্মতদ্বেদ্যং শূন্যস্তৈবং প্রবর্ত্তত। তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন তদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমেদ্বিদুঃ ॥৫৬॥ তাহাপাপকর্ম্ম যবশ্যই খণ্ডিব, অন্যও প্রবৃত্তি হইতেছে
এইকারনেই বুদ্ধিমন পাপকর্ম্মদ্বয়ী পরিত্যাগকরিয়াথাকেন ॥ ৫৬ ॥ যাবৎকর্ম্ম ক্ষুন, সবৎয় তাব্

এবং শিবই বা কাহাকে বলে ? ইহা বলিতে প্রকাশ করিবার জন্য বেদজ্ঞানবিষয়প্রকাশকরূপ ॥ ৬৩ ॥
ঐশ্বরউবাচ ॥ চলচিত্তে যমেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিত্তে যমেচ্ছিবঃ । স্থিরচিত্তোগবেদজ্ঞো মদেহস্থোহ
মিসিদ্ধ্যতি ॥ ৬৪ ॥ ঐশ্বরকহিলেন, হেশঙ্করী ! শক্তি চঞ্চল হৃদয়েতে যে শিব স্থিরচিত্তে যবস্থি
তকরেন ; যেমতে হৃদয়স্থিত শিব, সে শরীর বিনিষ্ট হইলেও সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥
দেবুবাচ ॥ কস্মিন স্থানে স্থিতাঃ শক্তি যে চক্রঞ্চ তথৈবচ । একবিংশতিব্রহ্মাণ্ডঃ
সপ্তপাতালমেবচ ॥ ৬৫ ॥ দেবী জিজ্ঞাসাকরিলেন, তিনিই শক্তি কোন্ কোন স্থানেবাস
করেন, যে ষট্চক্র একবিংশব্রহ্মাণ্ড ও সপ্ত পাতালই বা কি ! তাহাকীর্ত্তনকরুন ॥ ৬৫ ॥
ঐশ্বরউবাচ ॥ ঊর্দ্ধশক্তিবরা কর্ণঃ সর্বঃ শক্তিবিদস্তুধঃ । মধ্যে শক্তিবরাতিঃ শক্তাশক্তিঃ নি
বসনঃ ॥ ৬৬ ॥ ঐশ্বরকহিলেন কর্ণেতে ঊর্দ্ধশক্তি গ্রহ সর্বঃ শক্তি সব নাভি মধ্যশক্তি হইতে বিসীম

৩ বস্তুস্বভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥৬০॥ যেজ্ঞানদ্বারা একাকী নিশ্চয়ং, শব্দে নিমিষ্টি, নিদ্রাবর্জ্জিতও
বালভাবাপন্নং হওয়ায়, তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহে ॥৬০॥ শ্লোকার্দ্ধন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিমিষ্টোজ্ঞান উচ্যতে ॥৬১॥ তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা যে বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন
আমি অর্দ্ধশ্লোকে তাহাই কীর্ত্তন করিব। যখন চিন্তা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিমিষ্ট হওয়াকেই যো
সকহে ॥৬২॥ নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধি সমাধি কহে। শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য
নাদেব নশ্যতি ॥৬২॥ যেব্যক্তি একনিমেষ, অথবা অর্দ্ধ নিমেষ সমাধিপ্রাপ্ত হন, তাহার শতজন্মার্জ্জি
ত পাপবিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥৬২॥ দেব্যুবাচ ॥ কস্যনামাত্র বোচ্ছক্তিঃ কস্যনামাত্রবচ্ছিবঃ। ততস্মেকহি
তাদেব পশ্চাজ্জ্ঞানং প্রকাশয় ॥৬৩॥ দেবী জিজ্ঞাসাকরিলেন, হে শঙ্কর! কাহার নাম শক্তি

ব্যানঃ সর্ব্বনাড়ীদেহে সর্ব্বসন্ধিষু সংস্থিতঃ। নাগঽঊর্দ্ধ্বগতোবায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ ॥১১॥
কৃকলঃ ক্ষোভিণশ্চৈব দেবদত্তোঽপি জৃম্ভনে। ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নৈবিমেষ্টেব সাম্যতি ॥১২॥
ঐৈবৰ্ব্বকহিলেন, প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহ্যে, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠে, এবং ব্যান নামাবায়ু সর্ব্বনাড়ী
বে অবস্থিত আছে। নানানামাবায়ুঃ ঊর্দ্ধগত,
ক্ষোভনশ্চ এবং দেবদত্তবায়ু জৃম্ভনশ্চ; আর ধনঞ্জ
য়াকে ॥১০॥১১-১২॥ যখবায়ুনিবানাম্না যো
মনঽভ্যতে ॥ ৭৩ ॥ এইদশবিধবায়ু নিবানস্থ এবং যোনিবলেব যোনব বিষয়েঽপযুক্ত। দ্বার দশবিধ; তন্ম
ধ্যে নবদ্বার সকলেই জানে, মনকে দশমদ্বারকহে ॥ ৭৩ ॥ দেব্যুবাচ ॥ নাড়ীতদ্ধ মেক্বহি সর্ব্বনাড়ে
ষু সংস্থিতম। শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈবপ্রমুখা দশনাড়িকাঃ ॥ ১৪ ॥ দেবীজিজ্ঞাসাকরিলেন, হে দেব!

কূর্ম্মনামাবায়ু ঊর্দ্ধগামিত, কৃকল নামকবায়ু
ঘ্রনামকবায়ু নাদঘোষে প্রবিষ্টহইয়া সাম্যহইয়া
নীনাং যোনমাশ্রিতঃ। নবদ্বারাশ্চপ্রত্যক্ষঃ দশমঃ
স্যাদ্ব্যক্তঃ সকলেষুচ। দ্বার দশবিধ; তন্ম
ধ্যে নবদ্বার সকলেই জানে, মনকে দশমদ্বারকহে

সর্ব্বসমেত দেহমধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী বিদ্যমান আছে ॥ ৭৭ ॥ এতা যোবিদ্দেত যোনী সযোনী যোনল
ক্ষনঃ । জাননাড়ীচবেদ্দেবী যোনীনাং সিদ্ধিদায়িনি ॥ ৭৮ ॥ যেযোনী এই সমস্ত নাড়ীর বিষয় পরিজ্ঞাত
আছে, তিনি যথার্থ যোনবেত্তা এইসমস্ত নাড়ীরমধ্যে জাননাড়ী যোনীগনের সিদ্ধি বিধানকরে ॥ ৭৮ ॥
দেব্যুবাচ ॥ ওতনাথ মহাদেব ক্রহিমে পরমেশ্বর । যথাদেবাঃ কথং দেবং যথোবাক্যং শুনাঃ ॥ ৭৯
দেবী জিজ্ঞাসাকরিলেন, হেনাথ ! হেমহাদেব, হে পরমেশ্বর ! তিনদেবতাকিরূপ ? এবংতাহাদিগে
র তিনিপ্রকারভাব ও তিবিধগুনইবা কি তাহাকীর্ত্তনকরুন ॥ ৭৯ ॥ ঈশ্বরকহিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণুও রুদ্র এইতি
ন দেবতা; তন্মধ্যে ব্রহ্মার রজোভাব, বিষ্ণুর সত্ত্বভাব, এবং রুদ্রের ক্রোধভাবে অবস্থিত । সত্ত্ব রজ, ও ক্রোধএই

জীবশরীরে যেসকল নাড়িরবস্থিত আছে, তাহা কীর্ত্তনকরন। যাবদ্ধগুল্লিনীও তাহাইইতে যেদশটীনাড়ি
বহির্গত হইয়াছে তাহাও কীর্ত্তনকরন ॥ ৭৪ ॥ ইড়াচপিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী। নাকারী হস্তিজিহ্বা
চপ্রসবা গমনায়তা ॥ ৭৫ ॥ অলম্বোষা যশাচৈব দক্ষিনাঙ্গে চসংস্থিতাঃ। কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে
চব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭৬ ॥ ঐশ্বরকহিলেন, শরী
রমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে যেতিনটী নাড়ি
আছে, তাহাউর্দ্ধগামিনী নকারী, হস্তিজিহ্বা
ও প্রসরা এইতিনিনাড়িগমনদ্বারা সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত করিয়াছে; অলম্বুষা ও যশানামেক
ইটী নাড়িদক্ষ অর্দ্ধে এবং কুহু ও শঙ্খিনী নামক
নাড়ীদ্বয় বামঅর্দ্ধে অবস্থিতিকরিতেছে ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ এতান্ন দশনাড়ীষু নানানাড়ী প্রসূতিকা। দ্বিসপ্ত
তি সহস্রানী শরীরে নাড়ীকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥ এইদশবিধ নাড়ী হইতে বহুসংখ্যক নাড়ী বহির্গত হইয়াছে।

অহং সৃষ্টিরহং কালোঽপ্যহং ব্রহ্মাঽপ্যহং হরিঃ। অহং রুদ্রোঽপ্যহং শূন্যময়ং ব্যাপী নিরঞ্জনঃ
৮৫ ॥ হে অম্বিকে! আমিই সৃষ্টি আমিই কাল, আমিই ব্রহ্মা আমি হরি আমি রুদ্র আমি শূন্য আমি
সর্ব্বব্যাপী এবং আমিই নিরাকার নিরঞ্জন ॥ ৮৬ ॥ অহং সর্ব্বাত্মিকা দেবী নিষ্কামো ননমোপমঃ।
স্বভাব নির্ম্মলঃ স্বাত্মা ময়বাহং নমোময়ঃ ॥ ৮৭ ॥
ননমাত্তে উপমা নাস্তি আমি স্বভাব নির্ম্মল মনঃ শুদ্ধ
জিতেন্দ্রিয়োঽবেচ্ছবো ব্রহ্মচারিস্মশক্তিঃ। সত্য

হে দেবী! আমি সর্ব্বাত্মক আমি নিষ্কাম এবং
পরব্রহ্ম ইহাতে মনুমাত্রও সংশয় নাই ॥ ৮৭ ॥
বাদিতবেদুক্তো দাতা যীব হিতে রতঃ ॥ ৮৮ ॥ যে
ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যিনি ব্রহ্মচারি, পণ্ডিত, সত্যবাদি দানশীল, ও যিনি ব্যক্তির হিত সাধনে নিরত তাহাকে
ই যথার্থ শুদ্ধ কহে ॥ ৮৮ ॥ ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলা দয়াস্মৃতা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়াধর্ম্মং সমা

তিনটিই ইহাদের বিবিধগুণ ॥৮০॥ একমূর্ত্তিস্থা দেবাঃ ব্রহ্মাবিষ্ণুমাহেশ্বরাঃ নানাভাবা মনোযস্যাস্য
শক্তিনজায়তে ॥৮১॥ কিব্রহ্মা কিবিষ্ণু, কিরুদ্র এই তিনদেবই একমূর্ত্তি জানিবে ; বিষয়ে যেব্যক্তি বিভিন্নবো
ধকরে, তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥৮২॥ বিষ্ণুরূপীতবেদ্ব্রহ্মা বায়ুরূপস্থিতোঽবিঃ। মনোরূপস্থি
তো রুদ্রস্তস্মাদেবাস্ত্রয়োজনাঃ ॥৮৩॥ দয়াভাবস্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাবস্থিতোহরিঃ। অগ্নিভাবস্থিতো রুদ্র
স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োজনাঃ ॥৮৩॥ বীর্য্যরূপেব্রহ্মা বায়ুরূপেবিষ্ণুরবং মনোরূপে রুদ্রবস্থিত। হে
দেবী ! এই তোমার নিকট তিন দেবতা ও তাহাদি লব তিনপ্রকার জন কীর্ত্তনকরিলাম। ব্রহ্মা
দয়াভাবে, বিষ্ণু শুদ্ধভাবে এবং রুদ্রবহ্নিভাবে অবস্থিত ॥৮২॥৮৩॥ একঃ ভূতঃ পরঃ ব্রহ্ম জগদ্ভূতসর্ব্বচরা
চরঃ নানাভাব মনোযস্য অশক্তিনজায়তে ॥ ৮৪ ॥ এইবাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ড একব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন
হইয়াছে। যেজীবের অন্তরে এবিষয়ে নানাভাবের উদয় হয় তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥৮৪॥

ধ্বকার শব্দ অজ্ঞান নাশের সম্ভবনা নাই ॥ ৯ ॥ নমিঃ নচশ্রদ্ধা নশিতা নচবাক্যবাঃ । নমন্ত্রী চগুরুকুলঃ
যদ্দৃষ্টঃ পরমংপদঃ ॥ ১২ ॥ যাহারাপ্রসাদে পরমপদ দর্শনহয় সেই গুরুদেবের তুল্য মিথ কেহই নাই
কিশ্চন, কিশিতা, কিবাক্যব কিশতি কেহই তাহার সদৃশ নহে ॥ ১২ ॥ নচবিদ্যানুরুকুলঃ নতীর্থঃ নচদেব
তাঃ । গুরুকুলং নবিকোহপী যদ্দৃষ্টঃ পরমপদং ॥ ১৩ ॥ যাহারাপ্রসাদপরমপদলাভহয়, কিবিদ্যা
কিতীর্থ কিদেব কেহই সেই গুরুদেবের সদৃশ নহেন ॥ ১৩ ॥ একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃশিষ্যে নিবেদ
য়েৎ । পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্তা চানৃণীভ য়েৎ ॥ ১৪ ॥ যিনি শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্রপর্য
ন্তপ্রদান করেন, সংসারে এমন কি বস্তু আছে, যাহাপ্রদান পূর্বক সেই গুরুদেবের নিকট ঋনমুক্তহইয়াযায় ॥
১৪ ॥ যস্য কস্য নদাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুনোতীতং । যস্যকস্যাপিগুরুস্য সদ্গুরুস্তস্য দীক্ষিত ॥ ১৫ ॥
এইব্রহ্মজ্ঞান অতিবলবতীয়, ইহা সাধারনকে প্রদান করা সমুচিত নহে, যিনি সদ্গুরু তিনিএকমাত্র

ঐশ্বর্য হইতেই প্রকৃতি বর্জিত হইয়াছেন এবং সেই প্রকৃতিই মন্ত্রাদিতে নাদের সংযুক্ত ॥৯৯॥
মায়া যা লিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংস্থিতিকারিণী। অবিদ্যামোহিনী যা সা সচ্চিদ্রূপা পরাত্মিকা ॥১০০॥
সেই মায়াই সৃষ্টিস্থিতি সংহারাত্মিকা শক্তি এবং অবিদ্যামোহিনী সচ্চিদ্রূপা পরমাত্মিকা বলিয়া কথিত
১০০॥ অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুরুচ্যতে। ত। মকার সামবেদস্তু ত্রিষু যুক্তোঽক্ষরার্থকঃ
নঃ ॥১০১॥ অকার উকার মকার যমাক্ষ ম ঋ ও যজু সামবেদ বলিয়া কথিত; যথা
অকার ঋগ্বেদ, উকার যজুর্বেদ এবং মকার সামবেদ। এই তিনি একত্রীভূত হইয়া অক্ষর
বেদ হইয়াছে ॥১০১॥ উকারস্তু স্রোতো জ্ঞেয়স্ত্রীনাদ ইতি সংস্থিতঃ। অকারশ্চ ভূর্লোকঃ কারশ্চ
উচ্যতে ॥১০২॥ সব্যঞ্জনমকারস্তু ত্রিলোকস্তু বিধীয়তে। অক্ষরেতি ত্রিবেদাত্মা কার
স্থিতঃ ॥১০৩॥ ওঁকারকে ত্রিনাদকহে ইহাদ্বারা সব সমর্পিল। অকারভূর্লোক, উকারভূবর্লোক, এবং

৬ ওঁ সিদ্ধকৈ প্রদানকরিবেন ॥ ২৫ ॥ মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং হোমং জপং বলিক্রিয়াং । সন্ন্যাসং স
র্ব্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ২৬ ॥ কিমন্ত্র কিমর্চ্চনা কিতপ, কিধ্যান, কিহোম, কিজপ, কিবলি
কর্ম্মৰ অনুষ্ঠান, কিসন্ন্যাস, কিলৌকিক কর্ম্ম ত্যজিবেকানি ॥ ২৬ ॥ বুঝন এসমস্তই বিসর্জন দিয়া থাকেন ॥ ২৬
সং সর্ব্বাদ্বহবো দোষা নিঃসঙ্গাদ্বহবোগুনাঃ । তস্মা
৪ ৎসর্ব্বপ্রযত্নেন যতিঃ সঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥ ২৭
মঙ্গবমতঃইবং দোষের উৎপত্তিহয় এবং মঙ্গবিহীনতা
পরমঙ্গং পরিত্যানকরিবেন ॥ ২৭ ॥ মকারঃ স্যাত্তি
ন এনের মূলকারন, অতএবা যতিব্যক্তি সর্ব্বথা
ত্রিগুণঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ২৮ ॥ অকারসত্ত্বগুনময়
ত্যাগ করিবেন ॥ ২৭ ॥ অকারোব্রাহ্মনঃ স্মৃতঃ । মকারস্তা
উকারোরাজসঃ স্মৃতঃ । মকারস্তা
মসঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ২৯ ॥ তমোগুনাত্মক হইগুনময় দ্বারা প্রকৃতিকথিত হইল ॥ ২৮ ॥ যকারই স্বয়ং প্রকৃতি এবং যকার স্বয়ং স্বয়ম্ভি স্বরূপ জানিবে ।
স্বয়ম্ভিনিত্যা সাহিপ্রকৃতিগুনবন্ধনী ॥ ২৯ ॥ যকারই স্বয়ং প্রকৃতি এবং যকার স্বয়ং স্বয়ম্ভি স্বরূপ জানিবে ।

মনঃশ্রুতি ॥ ১০৭ ॥ যেব্যক্তিপ্রতিদিন এইব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক গাথা শ্রবণ বা শ্রবণকরেন তিনি
পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া শিবসাযুজ্য লাভ করেন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১০৭ ॥ দেবুবাচ ॥ স্থূলসূক্ষ্মকারণ
কর্ম্ম বিনিমুক্ত : পরমার্থতত্ত্ব নির্ব্বাণ: স্থূলসূক্ষ্মকারণস্য লক্ষণং ॥ ১০৮ ॥ দেবীজিজ্ঞাসাকরিলেন
হেমহেশ্বর ! স্থূলদেহের লক্ষণ শ্রবণকরিতে অভিলাষ হইয়াছে, মনকিঞ্চিৎশ্রবণপ্রাপ্ত হয়
সূক্ষ্ম: স্থূলসূক্ষ্মের লক্ষণ যেপরমার্থনির্ব্বাণি, তাহাকীর্ত্তনকরুন ॥ ১০৮ ॥ শিবউবাচ
যেন জ্ঞানেন হেদেবী বিদ্যতে নচকিল্বিষ ! পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেবচ ॥ ১০৯ ॥
স্থূলকর্ম্মী স্থিতঃকৃত্স্ন সূক্ষ্মশ্চ অন্যআস্থিত: ॥ ১১০ ॥ শঙ্কর কহিলেন, হেশঙ্করী ! যেজ্ঞানদ্বারা
পাপবিমুক্তিহয় তাহাবলিতেছি শ্রবণকর ! ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এইপঞ্চভূত হইতে
দেহউৎপন্ন হয় এইস্থূলরূপে অবস্থিতিকরে, সূক্ষ্মশরীর অন্যরূপে অবস্থিতিকরিয়াথাকে ॥ ১১০ ॥

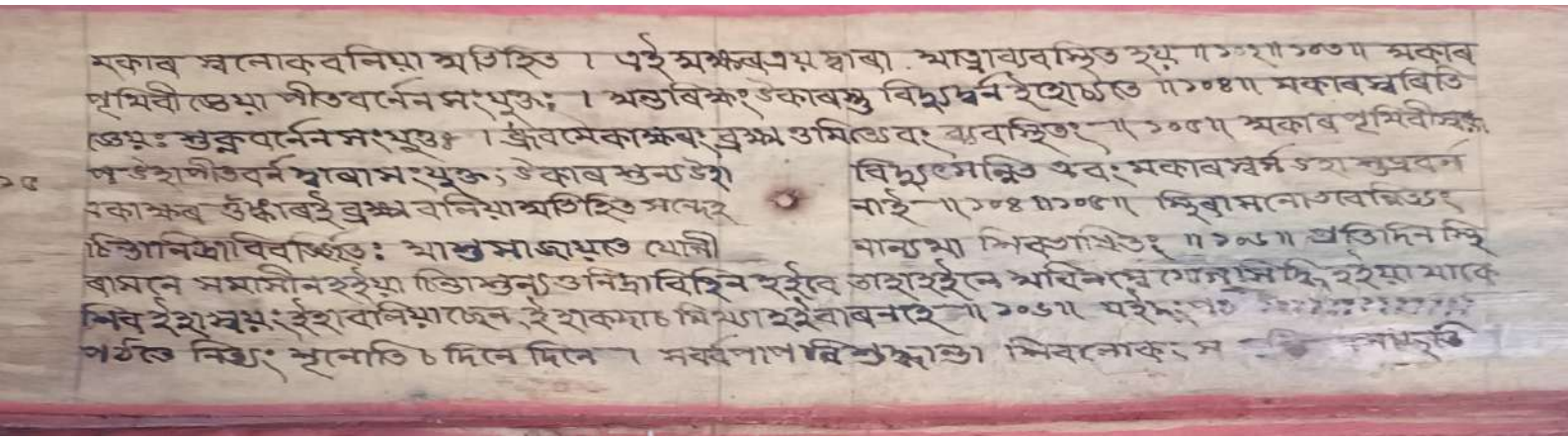

আমিই সেই আত্মালোই স্বরূপকাশিক্ষেত্র ॥৩॥ কার্য্যং হিকাল্যতে কাশ্যা কালীসর্ব্বং প্রকাশতে। যাবৎ
সীবিদিতাযেন তেন প্রাপ্তাহিকাশীকা ॥৪॥ কর্ম্মদ্বারাই মানবজ্ঞানবকাশী, অর্থাৎ জ্ঞানথকাশীত
হইয়াথাকে, এবং সেই জ্ঞানই সকলকেপ্রকাশীতকরে, অথাৎ ওদ্বজ্ঞান জন্মিলেই পরমাত্মা জ্ঞানেরম
ভাব হয় ॥৪॥ কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিবিধং
ত্রিগুণরূপং ভবনত্যানযুক্তপ্রধানং। বিশ্বেশো
দেহে সর্ব্বং শরীরং যদি বসতি পরস্তীগমনং
নজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা। ভক্তি শ্রদ্ধামঞ্চয়ং
হয়ং ত্রিবীয়ং সকলজনমনঃ সাক্ষিভূতাত্মবাসা
কিমন্তি ॥৫॥ পঞ্চভূতাত্মকদেহকেই বারানসী
ক্ষেত্রবলাযায়, জ্ঞানই ত্রিলোক ব্যাপিনী নদীবলিয়া শরীরকে এবং ভক্তি শ্রদ্ধাকেই নদীতীর্থকরে। গুরুরূপ
ভবনত্যানযুক্তপ্রধান অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনিনাড়ীরূপ ত্রিগুণরূপ মূলদেশ অর্থবা ব্রহ্মরন্ধ্র
নাকেই প্রয়াগতীর্থকরে। জীবাত্মারূপচৈতন্যই বিশ্বেশ্বর। এইরূপযখন আমার দেহমধ্যে
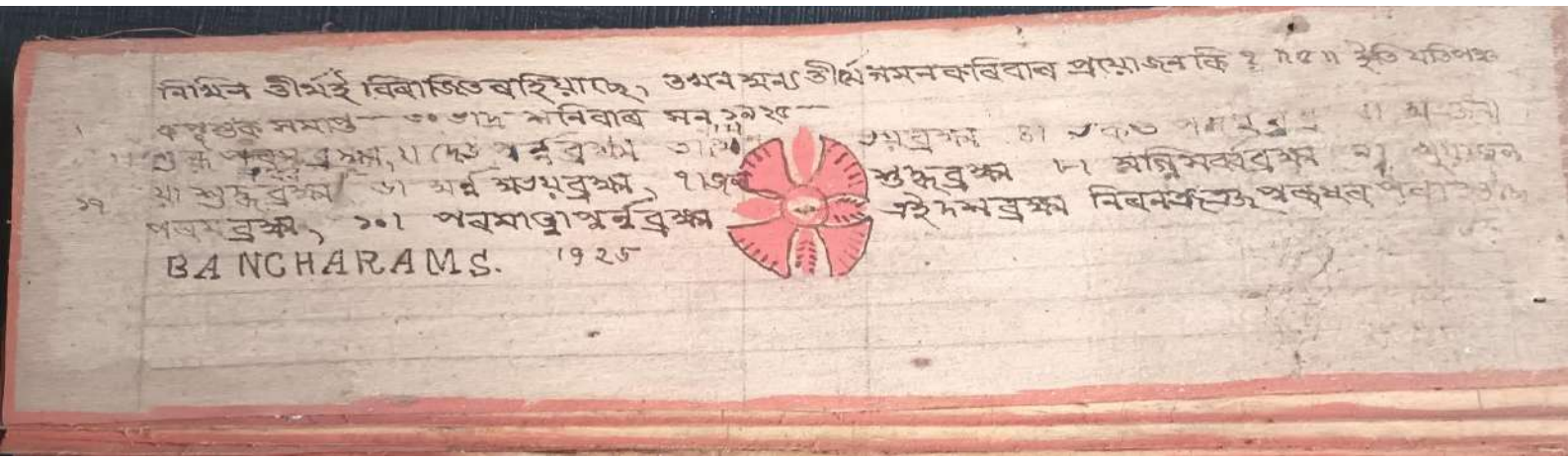
ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রস্য মন্ত্রমহার্ণবে ॥ মনঃস্থৈর্য্য তঃ শ্রীমদ্ভ্রশুক্রবাক্য বিলাস ভাবসমন্বিত মন্ত্রার্ণব
যতিপঞ্চকঃ পঞ্চক ॥ মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ । সা তীর্থবর্য্যে মণিকর্ণিকায়াং । জ্ঞান
প্রবাহ বিম্বাদিনশ্যা সাকাশিকাহং নিজরূপিণীকঃ ॥১॥ যাহারা বারাণসীতে মনের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ
মন বিষয়বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় তাহাকে ঈশ্বরম শাম্ভিকাহে, সেই শাম্ভিকলাময়ী মণি
কর্ণিকা ও জ্ঞানপ্রবাহরূপ আদিমহাবিদ্যাস্বরূপে পরমানন্দী ক্ষেত্র আমিই আত্মজ্ঞানস্বরূপকাশী
॥ যস্যামিদং কল্পিত মিন্দ্রজালং বাচাবং ভাতিমনাবিনাশং । সচ্চিৎ স্বরূপৈক মনাদ্যরূপং সাক্ষা
ত্কারং নিজরূপিণীকঃ ॥২॥ যেকাশীক্ষেত্রে দেহরূপমঠে বিশ্বম্ভরী দেবী মন্ত্রমহার্ণবপঞ্চকাবে
বুদ্ধিস্বরূপ হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং সর্ব্বাধিষ্ঠান সর্ব্বাত্মা স্বরূপ মহাদেব যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন